"দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস" বই এর পর্যালোচনা

বই: The Merchant of Venice
লেখক: উইলিয়াম শেক্সপিয়ার
রচনা: আনুমানিক ১৫৯৬ সাল

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি "দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস" একটি বহুমাত্রিক ও জটিল নাটক যা সম্ভবত ১৫৯৬ থেকে ১৫৯৯ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এটি প্রাথমিকভাবে একটি কমেডি হিসেবে পরিচিত হলেও, এর মূল আখ্যান, বিশেষ করে ইহুদি মহাজন শাইলকের চরিত্র এবং তার সাথে খ্রিস্টান চরিত্রদের দ্বন্দ্ব, এটিকে প্রচলিত কমেডি নাটকের সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে এক গভীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক নথিতে পরিণত করেছে। এতটাই গভীর নথিতে পরিনত হয়েছে বইটি যে,বইটি গভীর দার্শনিক দৃষ্টিতে অধ্যায়ন করলে আবিষ্কার করতে পারবে বর্তমান কথিত আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা কোথা থেকে আসল?কীভাবে আসল?এই অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার শেকড় কোথায়?কারা নিয়ে আসল এই অর্থনীতি? এই অর্থনীতির সাথে তৎকালীন খ্রিস্টিয় সমাজের আচার-আচরণ কেমন ছিল? আমরা বিশেষ করে শাইলকের চরিত্রের জটিলতা, খ্রিস্টান চরিত্রদের আপাত উদারতা এবং ন্যায়বিচার ও করুণার মধ্যেকার বৈপরীত্য নিয়ে বইটির পর্যালোচনা সাজাব করব। এই নাটক আসলে পশ্চিমা সমাজে পুঁজিবাদী অর্থনীতির গোড়ার দ্বন্দ্ব (সুদ, বাণিজ্য, নৈতিকতা বনাম মুনাফা) ফুটিয়ে তোলে।

বই এর সারসংক্ষেপ

নাটকের কাহিনী দুটি ভিন্ন অথচ পরস্পর সম্পর্কিত স্থানে সংঘটিত হয়: ভেনিস এবং বেলমন্ট। ভেনিস হলো একটি ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যা অর্থ, আইন এবং বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে, বেলমন্ট একটি শান্ত, গ্রামীণ এবং রোমান্টিক স্থান, যা প্রেম, সৌভাগ্য এবং আদর্শের প্রতিচ্ছবি। এই দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বৈপরীত্য নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছে।

কাহিনী সংক্ষেপ

ভেনিসের এক ধনী ও সৎ বণিক অ্যান্টোনিও তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাসানিও'র আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করতে গিয়ে বিপদে পড়েন। বাসানিও বেলমন্টের সুন্দরী ও বিত্তশালী উত্তরাধিকারিণী পোর্শিয়াকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার নিজস্ব সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি এই অভিযাত্রার জন্য ৩,০০০ ডুকাট ধার করতে বন্ধুর কাছে আসেন। যেহেতু অ্যান্টোনিওর সমস্ত সম্পদ সমুদ্রে ভাসমান তার বাণিজ্য জাহাজে বিনিয়োগ করা ছিল, তাই তার কাছে নগদ অর্থ ছিল না। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে তিনি ইহুদি মহাজন শাইলকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
শাইলক, যিনি পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্টোনিওর কাছে বহুবার অপমানিত হয়েছেন, এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান বণিকরা বিনা সুদে ঋণ দিয়ে তার ব্যবসার ক্ষতি করত, এবং অ্যান্টোনিও তার প্রতি প্রকাশ্যেই ঘৃণা প্রদর্শন করতেন। প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে, শাইলক একটি

অদ্ভুত চুক্তি করেন: ঋণের জন্য কোনো সুদ ছাড়াই, যদি অ্যান্টোনিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে শাইলক তার শরীর থেকে "এক পাউন্ড মাংস" কেটে নিতে পারবেন। বাসানিও এই চুক্তির ঝুঁকির কারণে এটিকে প্রত্যাখ্যান করতে বললেও, অ্যান্টোনিও তার বাণিজ্যিক জাহাজের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন এবং এটিকে শাইলকের "কৌতুকপূর্ণ চুক্তি" হিসেবে মেনে নেন।
বেলমন্টে, পোর্শিয়ার পিতার উইলের শর্তানুযায়ী, একজন উপযুক্ত বরকে তিনটি সিন্দুক (সোনার, রুপার ও সীসার) থেকে সঠিকটি বেছে নিতে হতো। বহু ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর পর, বাসানিও সঠিক সীসার সিন্দুকটি বেছে নিয়ে পোর্শিয়াকে লাভ করেন I এই সময়ের মধ্যেই, শাইলকের কন্যা জেসিকা তার প্রেমিক লরেঞ্জোর সাথে পালিয়ে যান এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। জেসিকা তার পিতার অর্থসম্পদ এবং তার মৃত স্ত্রীর দেওয়া একটি মূল্যবান আংটি চুরি করে নিয়ে যান। এটি শাইলককে চরমভাবে শোকাহত করে, তার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করে তোলে।
অ্যান্টোনিওর সব জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় তিনি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন I শাইলক তার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এক পাউন্ড মাংসের জন্য আদালতে বিচার দাবি করেন I এদিকে, বাসানিও খবর পেয়ে ভেনিসে ফিরে আসেন, কিন্তু শাইলক তার দেওয়া দ্বিগুণ বা তিনগুণ অর্থও প্রত্যাখ্যান করেন I বাসানিওকে সাহায্য করতে, পোর্শিয়া এবং তার সহচরী নেরিসা ছদ্মবেশে আদালতে উপস্থিত হন I পোর্শিয়া একজন তরুণ আইনজীবীর ছদ্মবেশে শাইলককে করুণা করতে অনুরোধ করে একটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন।
শাইলক পোর্শিয়ার করুণার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে, পোর্শিয়া তার চুক্তির কঠোরতা মেনে নেন। তিনি শাইলককে জানান যে তিনি চুক্তি অনুযায়ী এক পাউন্ড মাংস নিতে পারেন, কিন্তু চুক্তিতে রক্তের কোনো উল্লেখ না থাকায় তিনি এক ফোঁটা রক্তও ঝরাতে পারবেন না I এই শর্ত শাইলকের পক্ষে পালন করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি পরাজিত হন। ভেনিসের আইন অনুযায়ী, একজন ভিনদেশী নাগরিক যদি কোনো ভেনিসীয় নাগরিকের জীবনহানি ঘটাতে চেষ্টা করে, তবে তার অর্ধেক সম্পদ রাষ্ট্র জব্দ করবে এবং বাকি অর্ধেক তার শিকারকে দিতে হবে। ডিউক শাইলককে ক্ষমা করলেও, অ্যান্টোনিও শর্ত দেন যে শাইলককে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তার মৃত্যুর পর তার বাকি সম্পত্তি জেসিকা ও লরেঞ্জোর কাছে যাবে।
নাটকের শেষে একাধিক জুটির বিবাহ হয় এবং অ্যান্টোনিও তার কিছু জাহাজ নিরাপদে ফিরে আসার খবর পান, যা তার আর্থিক বিপদ দূর করে। তবে এই আপাত "আনন্দময়" সমাপ্তি শাইলকের ট্র্যাজেডির আড়ালে চাপা পড়ে যায়, কারণ তাকে তার ধর্ম, সম্পদ এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

মূল চরিত্রের বিশ্লেষণ

অ্যান্টোনিও: বিষণ্ণ,সৎ,ধার্মিক,সমাজ সেবক এবং বন্ধুত্বপূর্ন

তিনি একজন খ্রিষ্টান ব্যবসায়ী। শাইলককে তিনি “কুকুর” বলে অপমান করেন, কারণ শাইলক মানুষের দুরবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সুদখোরি করে।অ্যান্টোনিও নিজে সুদের ব্যবসার বিরোধিতা করেন এবং দানশীলতার কথা বলেন।নাটকের শুরুতে অ্যান্টোনিওকে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা গ্রাস করে। তার বন্ধুরা এই বিষাদের কারণ জানতে চাইলেও, তিনি নিজেও তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এই বিষণ্ণতা তার ব্যবসায়িক জীবনের ঝুঁকি থেকেই উদ্ভূত বলে অনুমান করা যায়, যেখানে

তার সব সম্পদ সমুদ্রের অনিশ্চিত পথে ভাসমান। এই আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই তার বন্ধু বাসানিও তার কাছে সাহায্য চায়। অ্যান্টোনিও, একজন সৎ, নির্ভীক এবং অত্যন্ত বন্ধুবৎসল চরিত্র হিসেবে , নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে বাসানিওর জন্য ঋণ নিতে রাজি হন। তার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তার কাছে মানবীয় সম্পর্ক, বিশেষ করে বন্ধুত্ব, আর্থিক লাভের চেয়েও বেশি মূল্যবান। বাসানিও নিজেও তার প্রতি এই গভীর ভালোবাসার কথা স্বীকার করেন, যখন তিনি বলেন যে তার জীবন, তার স্ত্রী এবং তার সমস্ত সম্পদ অ্যান্টোনিওর জীবনের চেয়ে মূল্যবান নয়।অ্যান্টোনিও সম্পদশালী ব্যাক্তি কিন্তু সৎ ভাবে ব্যাবসা করতে গিয়ে সব কিছু হারিয়ে প্রায় পথে বসে গেছেন।

বাসানিও:

বেহিসাবি খরুচে যুবক অ্যান্টোনিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।ধনবান কিন্তু ঋণগ্রস্ত যুবক, পোরশিয়াকে বিয়ে করতে চায়। বাসানিও একজন অভিজাত ভেনিসীয় ভদ্রলোক যিনি তার সম্পদ বেহিসাবিভাবে খরচ করে নিঃস্ব হয়েছেন।

পোর্শিয়া: প্রজ্ঞা, ধনী উত্তরাধিকারিণী,বুদ্ধিমতী ও সাহসী।

আইনজীবীর ছদ্মবেশে আদালতে অ্যান্টোনিওকে রক্ষা করে।পোর্শিয়া নাটকের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র, যিনি শুধু সুন্দরী ও বিত্তশালীই নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও মেধাবীও। তার বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বামী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়, যেখানে তিনি তার পিতার উইলের শর্ত মেনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো আদালতের দৃশ্যে, যেখানে তিনি একজন তরুণ আইনজীবীর ছদ্মবেশে অ্যান্টোনিওকে রক্ষা করেন। তিনি শাইলককে করুণার মহিমা সম্পর্কে একটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন , কিন্তু যখন শাইলক তা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তিনি আইনের কঠোরতা ব্যবহার করে তাকে পরাজিত করেন। পোর্শিয়ার এই বহুমুখী ভূমিকা তৎকালীন এলিজাবেথীয় সমাজে নারীদের সীমিত ভূমিকার একটি সূক্ষ্ম সমালোচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি প্রথাগতভাবে পুরুষের অধীনস্থ হলেও, তার প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা তাকে পুরুষশাসিত সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়।

শাইলক: ইহুদি অর্থঋণদাতা।অ্যান্টোনিওর শত্রু ও প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্র। "এক পাউন্ড মাংস" দাবি করার জন্য কুখ্যাত।

শাইলক শেক্সপীয়রের নাটকের সবচেয়ে জটিল এবং বিতর্কিত চরিত্র।যিনি একজন লোভী ও নিষ্ঠুর ইহুদি মহাজন, যিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে অনেক সম্পদ করেছেন। তার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, বরং খ্রিস্টান সমাজের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে পাওয়া অপমান ও বৈষম্যের প্রতিশোধ নেয়া। অ্যান্টোনিও প্রকাশ্যেই তাকে "কুকুর" বলে ডাকতেন, তার ওপর থুতু ফেলতেন এবং তার ব্যবসাকে অপমান করতেন। শাইলকের বিখ্যাত "Hath not a Jew eyes?" ("একজন ইহুদীর কি চোখ নেই?") উক্তিটি প্রথমে মানবতার জন্য একটি আবেদন বলে মনে হলেও, এর পরবর্তী অংশটি তার প্রতিশোধের ন্যায্যতা প্রমাণ করে: "তোমরা আমাকে যে শঠতা শিখিয়েছ, আমি সেটাই প্রয়োগ

করব এবং আমি নিশ্চিত, তোমাদের শিক্ষাকে আমি আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব" I এটি কেবল ব্যক্তিগত প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং একটি নিপীড়িত মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যা বৈষম্যের একটি চক্রকে তুলে ধরে।
শাইলকের ট্র্যাজেডি আরও গভীর হয় যখন তার কন্যা জেসিকা তার ভালোবাসার মানুষ লরেঞ্জোর সাথে পালিয়ে যায় এবং তার ইহুদি পিতার সুদ ভিত্তিক অনৈতিক অর্থনৈতিক কাজকে ঘৃণা করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। জেসিকা তার পিতার সম্পদ এবং তার মৃত স্ত্রীর দেওয়া একটি মূল্যবান আংটিও নিয়ে যায়।

নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অ্যান্টোনিও এবং বাসানিওর গভীর বন্ধুত্ব I অ্যান্টোনিও তার বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলেন, যা তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ। অ্যান্টোনিও তার ব্যবসায়িক ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত থেকেও বন্ধুর জন্য বিপদ ডেকে আনেন, যা প্রমাণ করে যে তার কাছে বন্ধুত্ব আর্থিক লাভের চেয়েও মূল্যবান। শাইলক চুক্তির মাধ্যমে কঠোর ন্যায়বিচার দাবি করেন, যা ভেনিসের আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, "ন্যায়বিচার দিন, আমি আইন চাই"। অন্যদিকে, পোর্শিয়া তার বিখ্যাত "The Quality of Mercy" ভাষণে করুণার মহিমা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, করুণা ঈশ্বরের একটি গুণ, যা ন্যায়বিচারের ঊর্ধ্বে। নাটকটি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যেকার গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনকে তুলে ধরে I অ্যান্টোনিও ও পুরো খ্রিস্টান সমাজ প্রকাশ্যে শাইলককে ঘৃণা ও অপমান করে। কারন শাইলক সমাজে সুদ প্রথা চালু করেছেন,দরিদ্র মানুষদের কাছ থেকে চড় সুদ নিয়ে পথে বসিয়ে দেন। জেসিকাকে নিজেকে "gentle and no Jew" (ভদ্র এবং ইহুদি নই) হইসেবে পরিচয় দিতেন।

দার্শনিক ভিত্তি:

নাটকের শুরুর অংশ পড়লেই স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে দুনিয়া জুড়ে ইহুদীদের সংখ্যা অতিনগন্য এমনকি বই এ বর্নিত ভানিস শহরেও,কিন্তু সেময়ই শহর কেন্দ্রিক রাষ্ট্র গুলোতে অর্থনীতি চাকা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদিদের হাতে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সম্পর্ক ছিল কোন প্রশ্নবিহীন শত্রু অথবা জন্মগত জাতিগত ভাবেই শত্রু। আর এই শত্রুতার অন্যতম কারন ছিল ইহুদিদের বদ চরিত্র। সেই সময়েই ইহুদিরা সকল ধরনের অপকর্মে জড়িত থাকত,সব ধরনের নিষ্ঠুরতম কর্ম গুলো সংঘটিত হত ইহুদিদের হাতে। ছোট্ট ছোট্ট গোত্র কেন্দ্রিক অর্থ ধার দিয়ে সেখান থেকে সুদ প্রথা পৃথিবীতে প্রথম চালু করে ইহুদিরা। তার সুদ প্রথা চালুর শুরুতেই সুদ কে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে,মানবিকতা বলতে কিছু নেই তুমি আমার কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছ অতএব তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও টাকা পরিশোধ করতে হবে। যা শেক্সপিয়ার সাহেব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন শাইলক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টানরা বাইবেল মেনে চলায় তারা এই সুদ কে মেনে নেয়নি এবং ইহুদিদের এই কর্ম কে কুকুরের কর্ম হিসেবে মনে করত ও ইহুদিদের মানুষ নয় কুকুড় মনে করতেন।

শাইলক: “আমি?কিযে বলেন! এই যে পরশু দিন আপনি সবার সামনে আমাকে যাত তা বললেন,আমি টাকা ধার দিয়ে সুদ নেই বলে। আমাকে কুকুর বলে গালাগাল দিলেন,গায়ে থুথু ছেটালেন। শুধু তো একদিন নয়,আপনি তো আমায় দেখতে পেলে এটাই করেন,সারাক্ষন।”

কিন্তু জন্মগত শত্রুতা ভুলে আজকে ইহুদি খ্রিস্টান কিভাবে জন্মগত বন্ধু হয়ে গেল তা ইতিহাসের অন্যতম রহস্য। ঠিক তেমনি এই তো মাত্র কয়েকশত বছর আগে গোত্র কেন্দ্রিক ইহুদিদের সুদ প্রথা কে গ্রহণ করে খ্রিস্টানরা কিভাবে দুনিয়ার সকল সুদ কার্যক্রমের প্রতিনিধি হয়ে উঠল তা যেন ইতিহাসের এক ধূম্রজাল।

অ্যান্টোনিও: “তুমি মানুষের বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে তাদের থেকে চড় সুদ আদায় কর। আজ টাকা ধার দিলে ভেবো না আমি ভবিষ্যতে তোমায় অপমান করব না। আমি অন্তর থেকে মনে করি তোমার পথটা তোমাদের পথটা ভুল। যতদিন তুমি এই নোংরাম চালাবে ততদিন তুমি আমার কাছ থেকে এই একই ব্যাবহার পাবে।”

অন্য একটি দৃশ্য খেয়াল করুন,গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন ইহুদীরা কতটা নিম্ন শ্রেণীর মনে করত এবং ঘৃণা করত খ্রিস্টানদের।

শাইলক: “চাটুকার কে ট্যাক্স-সংগ্রাহকের মতো দেখতে লাগে তাকে! আমি তাকে ঘৃণা করি কারণ সে একজন খ্রিস্টান; কিন্তু আরও বেশি ঘৃণা করি এজন্য যে, তার সহজ সরলতায় সে বিনা সুদে অর্থ ধার দেয় আর এর ফলে ভেনিসে আমাদের সুদের হার কমে যায়।”

ইহুদিরা প্রতিক্রিয়া করে কম,চুপচাপ কাজ করে যায় অনবরত এবং তাদের সয্য ক্ষমতা যেকোন জাতির চেয়ে অনেক বেশি যা শেক্সপিয়ার ফুটিয়ে তুলেছেন।

শাইলক: “আসছে কারন আসার দরকার আছে অ্যান্টোনিও!আজ অবদি আমি সব অপমান সয্য করেছি কিচ্ছু বলিনি। কারন আমরা ইহুদীরা সয্য করতে পারি,আপনাদের থেকে অনেক বেশি সয্য করতে পারি।"

খ্রিস্টানদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে যখন ইহুদি জাতি,তখন ভিষন্ন কন্ঠে শাইলক বলে উঠলেন;”আমাদের গায়ে সূঁচ ফুটালে কি রক্ত ঝরে না? আমাদের গা গুলালে কি আমরা হাসি না? আমাদের বিষ দিলে কি আমরা মরিনা? আর যদি আমাদের প্রতি অন্যায় করো, তবে কি আমরা প্রতিশোধ নেব না?”

অ্যান্টোনিয় সহ পুরো খ্রিস্টান সমাজ কে প্রতিশোধের বার্তা দিয়ে শাইলক বলে উঠলেন; "আমি একজন ইহুদি। একজন ইহুদির কি চোখ নেই?"

বই হোক,

জীবন পথের পাথেয়।

পর্যালোচনা লেখক: আহমাদ বিন আব্দুস সালাম

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ

০২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।